দৈনিক জন
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭
NOV. 03 2002

চন্দনাইশে তিন শ' কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক বিজিসি ট্রাস্ট ভার্সিটির যাত্রা শুরু আজ

কাজী আবুল মনসুর, *চন্দনাইশ থেকে ফিরে*

চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে চন্দনাইশে কাঞ্চননগর গ্রামে যাত্রা শুরু হচ্ছে অত্যাধুনিক বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির। প্রায় ৩শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ একর ভূমির ওপর নির্মিত এ ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এমবিবিএস, ব্যাচেলর অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ব্যাচেলর অব কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশন টেকনোলজির ওপর উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হবে। রবিবার প্রজেকশন সভার মাধ্যমে এ ইউনিভার্সিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হচ্ছে। গ্রামীণ ছায়া সুনিবিড় নয়নাভিরাম পরিবেশে আন্তর্জাতিক মানের এ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হবে ১ জানুয়ারি থেকে।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এমবিবিএস, বিবিএ, বিসিএস ও আইটি প্রত্যেকটি ফ্যাকাল্টি ও বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। যে সমস্ত ফ্যাকাল্টিতে দেশীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অপ্রতুলতা রয়েছে সে সকল ফ্যাকাল্টিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান বিদেশী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজিতে কলকাতার আইআইএম-এর প্রাক্তন ডিন ড. অভিজিত গাঙ্গুলী এবং দিল্লী ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রাক্তন ডিন ড. প্রীতম সিং গ্রোভারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি হাবিবুর রহমান এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা ড. সৈয়দা নূরজাহান ভূঁইয়া

বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে বলা হয়। এবং এটি এ অঞ্চলে সুনাগরিক, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও রেজিস্ট্রার ড. এএম মিনহাজুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

আওয়ামী লীগ নেতা, শিল্পপতি প্রকৌশলী আফছার উদ্দিন আহমেদ বেগম গুল চেমনআরা ট্রাস্টের উদ্যোগে "বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' নামে এ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। চন্দনাইশ তথা দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন এবং সার্বিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে বেগম গুল চেমনআরা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল, একটি কম্পিউটার কারিগরি ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এতদঅঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপনের প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে প্রায় ৫০ একর জমির ওপর গড়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ভবন, ১৫০ শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার। পাঁচ বছরের মধ্যে হাসপাতালটি ৫শ' শয্যায় উন্নীত করা হবে। ভবিষ্যতে নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগামী জানুয়ারি থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হবে। এ ইউনিভার্সিটিতে এমবিবিএস-এ ১০০, বিবিএতে ৫০ এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ৫০টি আসন রয়েছে। এমবিবিএস-এর ৫ বছরের কোর্সে ৪ লাখ ৬৩ হাজার টাকা, বিবিএ-এর ৪ বছরের কোর্সে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, বিসিএস এ্যান্ড আইটি-এর ৪ বছরের কোর্সে ২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা সর্বমোট কোর্স ফী ধার্য করা হয়েছে।

দেড় শ' শয্যার অত্যাধুনিক হাসপাতালসহ ৫০ একর জমিতে গড়ে উঠেছে বিশাল ক্যাম্পাস

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেডিট ট্রান্সফার যৌথ ডিগ্রী এবং কারিগরি সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় আন্তর্জাতিক মান ও সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিঙ্গাপুর, ভারত, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালসমূহের সঙ্গে যৌথ ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে বলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।